দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী

দেশীয় শিল্পকলার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পকর্ম উপস্থাপনের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রতি ও বন্ধুত্বের পথ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে 'দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী'। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর আয়োজনে শুরু হয়েছে ১২তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী। ২৫ বছর আগে যদিও এশিয়ার দেশগুলোর শিল্পকর্ম নিয়ে এ আয়োজন যাত্রা শুরু করে। তবে বর্তমানে এর প্রসার ঘটেছে আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। ক্রমান্বয়ে পরিধি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবারের আয়োজনে যুক্ত হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকাও।

ওসমানী মিলনায়তনে মাসব্যাপী ১২তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী'র উদ্বোধন করেন ৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। চারুকলা প্রদর্শনীর পাশাপাশি আয়োজনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ৬ ও ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত 'জেন্ডার পারসপেকটিভ ইন এশিয়ান আর্ট' বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার। ১২তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশ, ভুটান, চীন, জাপান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, কোরিয়া, মিসর, মিয়ানমার, পাকিস্তান, কাতার, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আর্মেনিয়াসহ মোট ৩২টি দেশ। এই ৩২টি দেশের ১২৪ জন শিল্পীর আড়াই শ' শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে এদেশের ১৫২ জন শিল্পীর রয়েছে ১৯৪টি শিল্পকর্ম। প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া শিল্পীদের সৃষ্টি শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে পেইন্টিং, ভাস্কর্যসহ চারুকলার বিভিন্ন শাখার বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা রকমের শিল্পকর্ম। প্রদর্শনীর মূল ভেন্যু জাতীয় চিত্রশালা হলেও এর পাশাপাশি রয়েছে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন চিত্রশালা ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের চিত্রশালা। ১২তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর চারুকলা বিভাগের প্রধান আ.ব.হ ছালাউদ্দিনের সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কথা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের এই দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজনের সুফল শতকরা একশ' ভাগ ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেই ১৯৮১ সাল থেকে এই আয়োজন নিয়মিত হয়ে আসছে। যার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের শিল্পীদের কাজের সঙ্গে সমন্বয় ঘটছে অন্যান্য দেশের শিল্পীদের কাজ। এজন্যই শিল্পবোদ্ধা ও দর্শকরা অতি সহজেই মূল্যায়ন

পুরস্কার পাওয়া ৩ শিল্পীর কথা

১২তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য তিনটি পুরস্কার যার প্রতিটির অর্থ মূল্য ১ লাখ টাকা। এছাড়াও বিচারক কমিটির বিবেচনায় কয়েকটি সম্মাননা পুরস্কারও দেয়া হয়। শিল্পকর্ম প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলীর সদস্যরা ছিলেন শ্রীলঙ্কার য়ু জিয়াওজিয়াং, ভিয়েতনামের লি থং এবং বাংলাদেশের শিল্প সমালোচক সাদেক খান ও শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর। এবারের প্রতিযোগিতায় গ্র্যান্ড প্রাইজ পেয়েছেন জাপানের হিরোশী ফুজি, বাংলাদেশের ঢালী আল মামুন ও ইরানের সিদাঘাত জব্বারী কালখোরান। সম্মানসূচক পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের মৃণাল হক ও তেজস হালদার জস। এস্তোনিয়ার মারিয়া ক্রিস্টিনা উলাস, শ্রীলঙ্কার জগৎ রভীন্দ্র, কাতারের সালমান আল মালেক, জর্দানের হিলাদা হিয়ারী, লিথুয়ানিয়ার ইজিডিজুস রুডিস্কাস এবং ওমানের রশিদ আবদুল রহমান। পুরস্কার অর্জন ও আয়োজন নিয়ে কথা হয়, গ্র্যান্ড প্রাইজ অর্জন করা শিল্পী ঢালী আল মামুনের সঙ্গে। কথা হলে তিনি বলেন, 'যে কোনো পুরস্কার একদিকে ক্রিয়েটিভিটি বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে দায়িত্ববোধও বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশে এতো বড় আয়োজন হয় এটা নিশ্চিত ভালো উদ্যোগ। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে এদেশে চারুকলাকে এ ধরনের আয়োজনকে প্রাধান্য দেয়। আসলে শিল্পীকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমাদের চারুকলাকে আরো বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শিশুদের পাঠ্য তালিকায় এর অন্তর্ভুক্ত করা। এতে শিশুর মানসিক বিকাশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হবে সেই সঙ্গে চারুকলার প্রসার ঘটবে। আমি একটি কথা বলতে চাই তা হলো শিল্প সংস্কৃতির চর্চা থাকলে রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটবে।'

সম্মানসূচক পুরস্কার অর্জন করা বাংলাদেশের অপর এক শিল্পী মৃণাল হকের সঙ্গে কথা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি যে শিল্প কর্মের জন্য এ পুরস্কার অর্জন করেছি তার থিম ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ঢুকছে ভদ্র বেশে আর বের হচ্ছে অমানুষ হয়ে। আমার কাছে এবারের পুরস্কারের যে বিষয়টি মনে হয়েছে, তা হলো জুরি বোর্ডে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিচারক থাকায় এবারের পুরস্কার নিরপেক্ষ হয়েছে। আমার কাছে যে বিষয়টি মনে হয়েছে তা হলো আমাদের দেশে যদি যে, যে ক্ষেত্রে পারদর্শী তিনি যদি সেই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান সেই মাধ্যমের জন্য ভালো হবে। যেমন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের জন্য সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট-চিকিৎসার জন্য ডাক্তার এমনটি। শুধু মন্ত্রীই নয়, স্বস্ব প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব প্রদান করা হলে সে ক্ষেত্রের উন্নয়ন সম্ভব। এতো প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এ ধরনের আয়োজন হচ্ছে আমাদের দেশে এটাই বড় পাওয়া।'

সম্মানসূচক অর্জন করা তেজস হালদার জসের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'এ অর্জন আমার জন্য বড় পাওয়া । আজ যে পুরস্কার অর্জন করেছি তা আগামীতে আমার চলার পথের সহায়ক হবে। আমার কাছে একটি বিষয় গুরুত্ব মনে হয়েছে আর তা হলো আমাদের প্রমোট করার বিষয়টির ব্যাপারে উদাসীনতা।'

অস্কারকে ঘিরে বিতর্ক

অস্কার ঘোষণা নিয়ে প্রতিবারই কোনো না কোনো অতৃপ্তি কাজ করে আগ্রহীদের মাঝে। এবারও সেটার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সবাই ধরে নিয়েছিল, বহুল আলোচিত এবং 'গোল্ডেন গ্লোব' জয়ী চলচ্চিত্র 'ব্রোকব্যাক মাউন্টেইন' জিতে নেবে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার। সেটা হয়নি। অস্কার জিতেছে 'দ্য ক্র্যাশ' ছবিটি। কেন এমনটা হলো সেটা নিয়েই চলছে জোর বিতর্ক।

পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলো পাঁচটি ছবি : অ্যাংলি'র 'ব্রোকব্যাক মাউন্টেইন', পল হ্যাগিসের 'ক্র্যাশ', বেনেট মিলারের 'ক্যাপোর্ট', জর্জ ক্লুনির 'গুড নাইট অ্যান্ড গুড গার্ল', এবং স্টিভেন স্পেলবার্গের 'মিউনিখ', সবগুলো ছবিই ছিল সিরিয়াসধর্মী এবং বিষয় নির্বাচনে বিতর্কিত। 'ক্র্যাশ' অস্কারপ্রাপ্তি সবাইকে চমকে দিয়েছে। 'গোল্ডেন গ্লোব' ও 'বাফটা' পুরস্কার জেতা 'ব্রোকব্যাক মাউন্টেইন', এর পুরস্কার না পাওয়াটা ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। 'ব্রোকব্যাক'-এর তাইওয়ানি পরিচালক অ্যাং লি সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেলেও ১০টি ক্যাটাগরিতে মনোনীত এই চলচ্চিত্র মোটে ৪টি পুরস্কার পায়।

'ব্রোকব্যাকের' কাহিনী আবর্তিত হয়েছে দুই সমকামী রাখালকে ঘিরে। সমকাম বিষয়বস্তু বিধায় ছবিটি আলোচিত-সমালোচিত হচ্ছে সর্বত্র। চীনসহ বেশ কিছু এশীয় দেশে ছবিটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে বহু জাতি বিভক্ত মার্কিন সমাজের চালচিত্র নিয়ে নির্মিত 'ক্র্যাশ'। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের বিষয় নিয়ে নির্মিত এই ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।

অনেকের অভিমত, 'অস্কার' পুরস্কারটি এখনো রক্ষণশীল ঘরানার রয়ে গেছে। সমকামের মতো বিতর্কিত বিষয় নিয়ে নির্মিত ছবিকে পুরস্কৃত করার মতো সাহস বিচারকরা দেখাতে পারেননি। 'গোল্ডেন গ্লোব' বা 'বার্লিন' চলচ্চিত্র পুরস্কারের মতো অস্কার পুরস্কার অগতানুগতিক ধারার ছবিকে সচরাচর দেয়া হয় না। কাজেই 'ব্রোকব্যাক'র অস্কার জেতাটা ধরাছোঁয়ার বাইরেই রইলো শেষ পর্যন্ত। রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের বিশেষজ্ঞরা তাদের 'সুনাম' বজায় রেখেছে। 'ক্র্যাশ' কাহিনী খুব আহামরি না হলেও পুরস্কার পাওয়াটা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সমালোচিত হয়েছেন শুধু এক কারণেই নয় আরও বেশ কিছু যুক্তি আছে তাদের বিপক্ষে। ব্রোকব্যাক মাউন্টেন মনোনয়ন পেয়েছে সেরা ছবি। সেরা চিত্রনাট্য, অভিনেতা, সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী ইত্যাদিতে সেরা রিচালক চিত্রনাট্যের পুরস্কার পেলেও অন্য কোনো পুরস্কার পায়নি। সেরা অভিনেত্রীতে ভাগ নির্বাচিত করেছেন রিজ উইদারস্পুনকে। অথচ ফেলিসিটি হাফম্যান 'ট্র্যান্স অ্যামেরিকাতে অভিনয় করে অস্কার ছাড়া বাকি সবগুলোতেই সেরা মনোনীত হয়েছিলেন। অবশ্য জনি ক্যাশের কথা ভেবেই অস্কার রিসকে নির্বাচিত করেছে। কারণ ক্যাশ চরিত্রে ফিনিক্সের অভিনয় সেরা হবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। সেখানে ফিলিপ হফম্যান 'কাপোতে' চরিত্রে অসাধারণ রূপ দিয়ে জয়ী হয়েছেন। জনিক্যাশের ছবি কিছু পাবে না আমেরিকায় তা সম্ভব না। এ জন্যই রিজের রাজনৈতিক 'জয়'।

সেরা অভিনেত্রী রিজ উইদারস্পুন। সেরা অভিনেতা ফিলিপ হফম্যান

হাসান মুর্তাজা ও রাশেদ রায়হান

করতে পরেছেন শিল্পকর্মের। এছাড়াও আমাদের দেশের এ ধরনের আয়োজনের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিল্পীরা এদেশের শিল্পীর কাজ দেখে তারা এদেরকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আয়োজনে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। যার জন্য এ ধরনের আয়োজন আমাদের চারুকলার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই আয়োজনের প্রেক্ষিতে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার মতো। আর তা হলো আমাদের আন্তর্জাতিক মানের এই প্রদর্শনী নিয়মিত আয়োজন করার কারণেই আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও প্যাসফিক অঞ্চলের বেশ কিছু দেশ অংশগ্রহণ করছে। এমন কি প্রতি আয়োজনে ৬০ থেকে ৬৫ জন শিল্পী ও শিল্প সমালোচক অংশ নিচ্ছে সেমিনারের আমাদের মতো দেশে এ ধরনের উদ্যোগে প্রশংসার দাবিদার।' শিল্পকলা চারুকলার প্রসারের লক্ষ্যে আর কি কি আয়োজন করতে পারে বা করছে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা নিয়মিত নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করছি। এছাড়া আমাদের নিয়মিত কিছু কিছু আয়োজন শুধু রাজধানী নয়, জেলা পর্যায়েও হয়ে থাকে।'

'১২তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী' চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

এ সপ্তাহের ঢাকা

বেঙ্গল শিল্পালয় : ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে নারী শিল্পীদের প্রদর্শনী। ১২ দিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বেগম পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগম। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন পর্ষদ ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শিল্পী ফরিদা জামান, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, নাজলী লায়লা মনসুর, নাসরীন বেগমসহ ২১ জন শিল্পী। এইসব শিল্পীর ৪৭টি শিল্পকর্ম স্থান পাওয়া প্রদর্শনী চলবে ১৯ মার্চ পর্যন্ত।

গ্যালারি কায়া : উত্তরার গ্যালারি কায়ায় শুরু হয়েছে শিল্পী কাজী রকিব, মাসুদ কাজী ও কাজী ইকবালের যৌথ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে তিন শিল্পীর সাম্প্রতিক ৭১টি শিল্পকর্ম। প্রদর্শনী চলবে ২৪ মার্চ পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

মহিলা সমিতি : মহিলা সমিতিতে ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হবে সাথী, নাট্যগোষ্ঠীর 'অরক্ষিত সীমানা'।

শিল্পকলা একাডেমী : ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে মঞ্চায়ন হবে লোক নাট্যদলের 'সিদ্ধিদাতা'।

প্রবর্তনা : ১৭ মার্চ বিকালে প্রবর্তনা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে 'অরুণীমা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। 'অরুণীমা' মানে রাঙা আলো, যে আলোতে সব রং নতুন মনে হয়, যে আলোতে উদ্ভাসিত হয় একটি নতুন দিন। এ বিষয়টি নতুন প্রবর্তনা এর আগেও একবার আয়োজন করেছিল।

i'হুল তাপস

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**